solution - 1 - 2

ব্রআকর্ষন (osmosys)

ব্রআকর্ষনব বিষয়ে বাখ্যা কবাব আগাতে বিশেষ ভাবে জানিব খসীয়া কথা এটব হ'ল অর্ধভেদ্য আববণ (Semipermeable membrane)। প্রাকৃতিক ভাবে পোবা বা কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত কবা এনে বহুটব পদার্থ আছে, যিবোবে নিম্নতব মাত্রাব অবণ দ্রাবকব অণু অণুইকক গতি কবিব দিয়ে, কিন্তু দ্রাবণব কণিকাবোব তব মাত্রাব অগ্রসোবব কবিব নোবাবে। তেনে পদার্থবোবক অর্ধভেদ্য আববণ বোলা। যেনে- চর্মজাত কাগজ, চেলোফেন কাগজ, প্রাণী আব উদ্ভিদ কোষব বেলমববণ, কপাব ফেবোচায়নাইড ইত্যাদি।

যেতিয়া দ্রাবকব পবিমাণ অধিক দুটা দ্রব নহয়বা এটা দ্রব আব এটিকুক দ্রাবক অর্দ্ধভেদ্য পর্দাবে পৃথক কবি কিছুসময় বখা হয় তেতিয়া দেখাযায় যে দ্রাবকব দ্রবণটবব আয়তন বৃদ্ধি পাব যাবে। এনেদবে লঘু দ্রবণ পবা বা দ্রাবকব ঘনত্বিব পবা দ্রাবকব অনু দ্রাবণলৈ ব্যাপিত হোবা প্রক্রিয়াটকেই ব্রআবকর্ষণ বোলে।

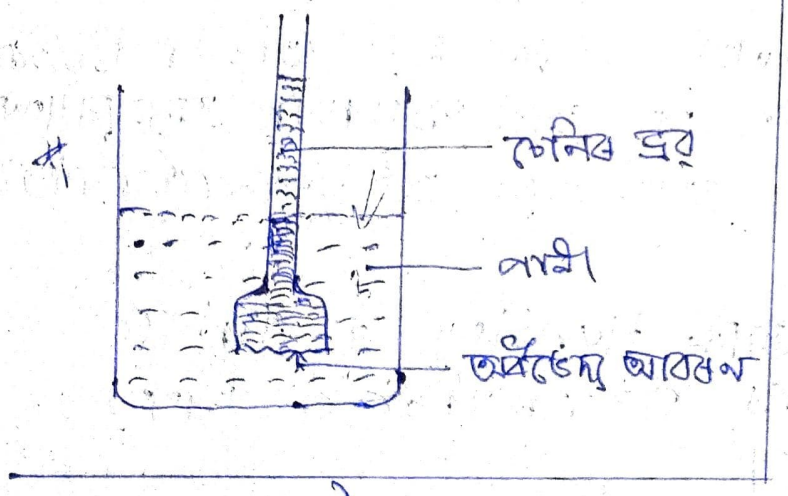

অর্ধভেদ্য পর্দাবে মুখযা ঢাকিলোবা দীঘলাবলীয়া কাচনল, এটাত চিনিব দ্রবণলৈ পানীব পাত্র এটত থিয়কে বখিলে কিছুসময় পাছত নলটিত পানীব উচ্চতা বৃদ্ধি পায়। ইয়াক ব্রআকর্ষণব উদাহবণ। কিন্তু জলস্থিতিক বলব যাবে এই ব্রআকর্ষন বন্ধ হয়।

ব্রআকর্ষণব কাবণ → যদিও ব্রআবকর্ষন সম্বন্ধে বিভিন্ন ধাবণা জনা যায় কিন্তু প্রধান কাবণটোব হল-

বাষ্পচাপের অবনমন। অনুরূপভাবে দ্রাব্য যৌগ যুক্ত করে দ্রাবকের লঘু দ্রবণের ওপরও বাষ্পচাপের মান হ্রাস পায়। সেইজন্যে দ্রাবকের উচ্চ বাষ্পচাপে দ্রাবকের অনুঅণুমুক্ত দ্রবণ পৃষ্ঠ থেকে বেশি পরিমাণে বাষ্প নির্গত হয়।

ঊষ্মাকর্ষী চাপ (Osmotic pressure)

দ্রবের ওপরে যে নিয়ন্ত্রক চাপ প্রয়োগ করে দ্রাবকের বাষ্পের সঙ্গে দ্রবণ পৃষ্ঠে দ্রাবকের অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে দ্রবণ পৃষ্ঠে যেতে প্রকৃতন বন্ধ করা যায় তাকেই দ্রবণের ঊষ্মাকর্ষী চাপ বলে।

ঊষ্মাকর্ষী চাপ একটি অংশগত ধর্ম। এ দ্রাব্যের প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে। দ্রাব্যের প্রকৃতির ওপরও নির্ভর করে।

ঊষ্মাকর্ষী চাপের তুলনা:

de Vries এ দুরূহ আপেক্ষিক ঊষ্মাকর্ষী চাপের তুলনা করবার জন্য এই বিবরণ আগে উল্লেখ করেন। এই বিবরণ অনুযায়ী দুটো দ্রবের ঊষ্মাকর্ষী চাপ যদি বেশি বেশি হয় তাহলে পৃষ্ঠের দ্রবের ঊষ্মাকর্ষী চাপ বেশি হয় তাকে উচ্চ চাপীয় (Hypertonic) আর পরিমাণ কম হয় তাকে নিম্ন চাপীয় (Hypotonic) বলে। আবার যদিও দুটো দ্রবের ঊষ্মাকর্ষী চাপ সমান হয় তাহলে পৃষ্ঠক আইসোটনিক (Isotonic) বা সম ঊষ্মাকর্ষী দ্রব বলে।

Plasmolysis প্রক্রিয়ার এই তুলনা করা হয়।

Berkeley আর Hartley এ পদ্ধতির কোনো এক দ্রবের ঊষ্মাকর্ষী চাপ নির্ণয় করা যায়।

[illegible] Van't Hoff [illegible]

[illegible] (c) [illegible]

$\Pi \propto C$ এবং $\Pi \propto T$

$\therefore \Pi \propto \Pi = CT$

[illegible] R [illegible]

$$\Pi = CRT \quad \rightarrow (1)$$

[illegible] n_2 [illegible]

$$\Pi = \frac{n_2}{V} RT$$

[illegible] n_2 [illegible]

$$\Pi = \frac{w_2}{M_2} \frac{RT}{V}$$

$$\text{or } M_2 = \frac{w_2 RT}{\Pi V} \quad \rightarrow (2)$$

[illegible] (1) [illegible] Van't Hoff [illegible]

[illegible] (2) [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

* দুটি দ্রবের মিশ্রণ গঠনে ব্যাবস্থীকরণ বিশ্লেষণ বাবে ব্যবহার করা অত্যন্তকারে হয়

$$PV = (n_1+n_2)RT$$

V L আয়তনে T K তাপমাত্রায় দ্রবণটিতে দ্রবটির অণুর সংখ্যা n_1 এবং আর n_2 মল দ্রাবক আছে।

ব্যাবস্থীকরণের প্রয়োগ :

1. প্রাণীর দেহের অকোষ আন্তঃকোষে পানির সঞ্চালনে।
2. গাছের কিলারে কোষের কাছে পানি পাতের আন্তঃকোষে যেতে প্রবহন।
3. পানীয় তৈরিতে কার্বনিকরণ বিশ্লেষণ
4. খাদ্য বা আচারের ব্যাকটেরিয়ার বাড় নিয়ন্ত্রণ আর চেনির পুরোহত।
5. Edema র সৃষ্টি।
6. 0.9% গাঢ়তার ক্লোরাইড দ্রবণ দ্রব আমুদের অতিরিক্ত পুরোহত।

বিপরীত ব্যাবস্থীকরণ (Reverse Osmosis)

ব্যাবস্থীকরণের বাবে দ্রাবকের কণিকাগুলো অর্ধভেদ্য পর্দার মাধ্যমে লঘু দ্রবণ থেকে গাঢ় দ্রবণ দিকে চলাচল করে। কিন্তু ঘনদিকে গাঢ় দ্রবণ উপরে ব্যাবস্থীকরণকে আর্থিক চাপ প্রয়োগ করা হয়, তাহলে গাঢ় দ্রবণ থেকে দ্রাবকের অণু লঘু দ্রবণ দিকে গমন করে। এই প্রক্রিয়াটিকে বিপরীত ব্যাবস্থীকরণ বলে।

এই পদ্ধতিতে, আমাদের পানীয় পানি লবণমুক্ত করি যোগানের উপযোগী করা হয়।

অস্বাভাবিক মোলার ভর (abnormal molar mass)

আণবিক ভর নির্ণয় করার প্রচলিত যে কোনো পদ্ধতি দ্বারা কোনো পদার্থের প্রকৃত আণবিক ভরের তুলনায় কম বা বেশি পাওয়া গেলে তাকে অস্বাভাবিক আণবিক ভর বলে। গাণিতিক পরিমেয় দ্রাবণ ধর্মী আণবিক ভর যখন গণনার পর পাওয়া যায় তখন পরীক্ষার পাওয়া মান থেকে নগণ্য ভিন্ন কোনো তাকে অস্বাভাবিক আণবিক ভর বলে। কারণ প্রধান কারণ দুটি—

① যদি দ্রবণে দ্রাবক বেশি হয়।

② যদি দ্রবণ দ্রাবকে বিয়োজন ঘটে।

③ যদি দ্রবণ দ্রাবকে আয়োজন ঘটে।

* দ্রবণ দ্রাবকে আয়োজন বা বিয়োজন বলতে কোনো পদার্থের 1 টি অণু কতগুলি অণুতে ভাঙে তা বোঝায়। একে ভ্যান্টহফ ফ্যাক্টর বলে।

$$i = \frac{\text{পরীক্ষালব্ধ আণবিক ভর}}{\text{গাণিতিক পদ্ধতিতে পাওয়া আণবিক ভর}} \quad \text{II}$$

$$= \frac{\text{স্বাভাবিক মোলার ভর}}{\text{অস্বাভাবিক মোলার ভর}}$$

$$= \frac{\text{দ্রবণে প্রকৃত পক্ষে কণিকার সংখ্যা}}{\text{দ্রবণে মোট কল্পিত কণিকার সংখ্যা}}$$

* গাণিতিক প্রয়োগের ক্ষেত্রে

$$\frac{P_1^0 - P_1}{P_1^0} = i \frac{n_2}{n_1} \; ; \; \Delta T_b = i K_b m \; ;$$

$$\Delta T_f = i K_f m \; ; \; \Pi = i CRT$$

i এর তাৎপর্য:

1. যদি $i = 1$ হয় তাহলে প্রদত্ত ধারাটির অভিসরণ বা বিসরণ নির্ণয় করতে হবে।
2. যদি $i > 1$, প্রদত্ত ধারাটি বিসরণ।
3. যদি $i < 1$, প্রদত্ত ধারাটি অভিসরণ।